গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১
পরিবহন পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা
www.tmed.gov.bd.

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১৮৯(অংশ-১).১৬-৩৬৫

তারিখঃ ৩০ কার্তিক, ১৪২৭
১৫ নভেম্বর, ২০২০

বিষয়টিঃ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রিট পিটিশন নং-৩০৪৭/২০১৬ মামলায় ০৮/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রদত্ত রায়/আদেশ এবং আপিল নং- ৩৮৬৭/২০১৭ এর ১৩/০১/২০২০ খ্রি. তারিখের নির্দেশনা এবং তদালোকে পিটিশনার কর্তৃক (কাম্য অভিজ্ঞতা ১০ বছর পূর্ণ হওয়ায় গ্রেড ১০ নং এর স্থলে ০৭ নং গ্রেড প্রাপ্য অবশিষ্ট এমপিও) চাহিত প্রতিকারের বিষয়ে তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র:

(১) বামাশিবো'র স্মারক নং- বামাশিবো/প্রশা/নওগাঁ-১৭৭/০৬,	তারিখ: ০৮/০১/২০১৫ খ্রি.
(২) মাউশিঅ'র স্মারক নং- ০১জি-৫৫২বি:/২০০৮/নওগাঁ/২২২০/৩ বিশেষ,	তারিখ: ০৯/০৪/২০১৫ খ্রি.
(৩) বামাশিবো'র স্মারক নং- বামাশিবো/প্রশা/নওগাঁ-১৭৭/৬৬৩৩,	তারিখ: ০৯/০৩/২০১৬ খ্রি.
(৪) জেলা শিক্ষা অফিসার, নওগাঁ এর স্মারক নং-জেশিঅ/নওগাঁ/২০২০/৯০,	তারিখ: ০৫/০২/২০২০ খ্রি.
(৫) বামাশিবো'র স্মারক নং- বামাশিবো/প্রশা/নওগাঁ-১৭৭/৬৯, নওগাঁ-১৭৭,	তারিখ: ১২/০৮/২০২০ খ্রি.
(৬) ডিএমই'র স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.১৭-১৯৬,	তারিখ: ১২/০৬/২০১৮ খ্রি.
(৭) অধ্যক্ষ, গোয়ালী আলিম মাদ্রাসা'র স্মারক নং- ২০/১৮,	তারিখ: ০১/১০/২০২০ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে বর্ণিত প্রতিকার পাওয়ার নিমিত্ত সচিব, টিএমইডি বরারব দাখিলকৃত আবেদনের বর্ণনা সংক্ষেপ নিম্নরূপ –

২। (ক) নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাধীন গোয়ালী আলিম মাদ্রাসা'য় (জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন) গত ৩০/১২/১৯৯০ তারিখে প্রতিষ্ঠাতা সুপার /ইবতেদায়ী প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ০১/০১/১৯৯১ তারিখে যোগদান করেন।

(খ) পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি দাখিল পর্যায়ে উন্নীত হলে ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্তৃক ২৭/১১/১৯৯৬ তারিখে উক্ত দাখিল মাদ্রাসায় সুপার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ০১/১২/১৯৯৬ তারিখে যোগদান করেন। গত ২২/৪/২০০০ তারিখে মাদ্রাসার কমিটি কর্তৃক রেজ্যুলেশন করে শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকুরী বৈধকরণ করা হয়।

(গ) অত:পর উক্ত দাখিল মাদ্রাসাটি আলিম পর্যায়ে উন্নীত হলে মাদ্রাসা কমিটির ৫৫ নং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুপার (জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন) -কে গত ২৫/০৭/২০০৬ তারিখে আলোচ্য মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং ২৬/০৭/২০০৬ তারিখে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তবে গোয়ালী আলিম মাদ্রাসা'র আলিম স্তরটির একাডেমিক অনুমোদন এবং এমপিওভুক্তির বিষয়ে কোন তথ্য প্রমাণক প্রস্তাবের সাথে পাওয়া যায়নি।

(গ) উক্ত প্রতিষ্ঠানে সুপার পদে যোগদানকালে (জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন এর) কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকায় মাউশিঅ কর্তৃক এক মাসের বকেয়াসহ মে/২০০১ মাসে নীচের ধাপে (১০ নং গ্রেডে) এমপিওভুক্ত করা হয়। যার ইনডেক্স নং-৬৮৬৩৮৭।

(ঘ) তৎকালীন প্রযোজ্য জনবল কাঠামো অনুযায়ী দাখিল মাদ্রাসা'র সুপারিনটেনডেন্ট এর "কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকায় নীচের ধাপে (প্রাপ্য ৯ নং গ্রেড এমপিও প্রদান করা হয় ১০ নং গ্রেডে) এমপিওভুক্ত করা হলে পরবর্তী কাম্য অভিজ্ঞতা পূর্ণ হলে প্রাপ্য বেতন গ্রেডে বেতন দেয়ার বিধান রয়েছে" মর্মে গত মে/২০০৬ মাসে জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন এর সুপার পদে যোগদানের কাম্য অভিজ্ঞতা তথা ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে বিধায় গত মে/২০০৬ মাস হতে তাঁর বেতন গ্রেড ১০ নং এর স্থলে ০৭ নং গ্রেড পাওনা হয়েছে মর্মে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঙ) উল্লেখ্য- ২০০৬ সালে উক্ত মাদ্রাসাটি দাখিল স্তর হতে আলিম স্তরে উন্নীত হলে জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন ২৫/৭/২০০৬ তারিখে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ২৬/৭/২০০৬ তারিখে যোগদান করেন। গত ২২/১১/২০০৬ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকালে প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি কর্তৃক রেজ্যুলেশন করে অন্যায়ভাবে সহ-সুপার (জনাব মো: সাইফুল ইসলাম)-কে অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং অধ্যক্ষ জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন-কে প্রভাষক পদে নামিয়ে দেয়া হয় মর্মে আবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

(চ) অধ্যক্ষ পদে পুনবর্হাল ও উচ্চতর স্কেল পাওয়ার জন্য তৎকর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১০৬৭৭/২০১৪ দায়ের করা হয়। উক্ত রিট মামলার রায়ের আলোকে (জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন) অধ্যক্ষ পদে বহাল করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বরাবর বামাশিবো হতে ০৮/০১/২০১৫ তারিখে সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকে পত্র জারি করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ৩১/০১/২০১৫ তারিখ হতে তিনি সুপার/অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন মর্মে আবেদনে বর্ণিত রয়েছে।

(ছ) রিট পিটিশন নং-১০৬৭৭/২০১৪ মামলার ২৪/১১/২০১৪ তারিখের রায়ের আলোকে ডিজি, মাউশিঅ কর্তৃক উচ্চতর স্কেল প্রদানের জন্য জরুরিভিত্তিতে তথ্য ছক অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণের জন্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বরাবর গত ০৯/৪/১৫ তারিখে সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সভাপতি কর্তৃক তথ্য ছক অনুযায়ী অধ্যক্ষের উচ্চতর স্কেলের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়নি মর্মেও আবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

(জ) বামাশিবো এর ০৮/০১/২০১৫ তারিখের সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের সহ-সুপার (জনাব মো: সাইফুল ইসলাম) কর্তৃক রিট পিটিশন নং-১১৭৫/২০১৫ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলার রায়/আদেশ বাদীর প্রতিকূলে ঘোষিত হয়। ফলে সহ-সুপার (জনাব মো: সাইফুল ইসলাম) কর্তৃক সিপিএলএ নং-১২৬৫/২০১৫ দায়ের করা হয়। কিন্তু মেরিট না থাকায় আপিল বিভাগ কর্তৃক সিপিএলএ মামলাটি খারিজ হয়ে যায়।

(ঝ) উক্ত রায়ের নির্দেশনামতে বিষয়টি ৬০ দিনের মধ্যে ৪ নং রেসপনডেন্ট (চেয়ারম্যান, বামাশিবো) কর্তৃক পুনরায় ০৯/৩/২০১৬ তারিখে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকমূলে বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত প্রদান করে সহ-সুপার (জনাব মো: সাইফুল ইসলাম)-কে অধ্যক্ষের দায়িত্ব দিয়ে জনাব মো: মাহতাব হোসেন-কে সাময়িক বরখাস্ত দেখানো হয়।

(ঞ) বামাশিবো'র উক্ত স্মারকের বিরুদ্ধে আপনা (জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন) কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে পুনরায় রিট পিটিশন নং-৩০৪৭/২০১৬ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত রিট মামলার গত ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়/নির্দেশনা নিম্নরূপ-

চলমান পাতা নং-০২

- "Accordingly, the rule is made absolute. The concern respondents are directed to reinstate the petitioner as superintendent / principal of Goali Alim Mardrasha with arrear salaries and all other service benefits from the date of degradation within 15 (Fifteen) days from the date of receipt of a copy of the judgment. The order of stay granted earlier by this Court at the time issuance of this Rule is vacated".

(ট) রিট পিটিশন নং-৩০৪৭/২০১৬ মামলার ০৮/০৬/২০১৭ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের সহ-সুপার (জনাব মো: সাইফুল ইসলাম) কর্তৃক সিপিএলএ নং-৩৮৬৭/২০১৭ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত সিপিএলএ মামলাটি merit না থাকায় আপিল বিভাগ কর্তৃক গত ১৩/০১/২০২০ তারিখে খারিজ করে নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করা হয়-

"Heare the learned counsel of both the parties and perused the impugned judgment and order of the High Court Division and the other materials on record. Considering the facts and circumstance of the case, we find on legal infirmaty in the impugned judgment and order factually and legally calling for interfeaence by this Court. Accordingly, we find no merit in this petition and the same is dismissed".

(ঠ) উক্ত খারিজ আদেশের প্রেক্ষিতে জেলা শিক্ষা অফিসার, নওগাঁ কর্তৃক গত ০৫/০২/২০২০ তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক আপনাকে (জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন) আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। একইসাথে বামাশিবো হতেও (জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন-কে) অধ্যক্ষ পদে পুন:বহালের জন্য গত ১২/০৮/২০২০ তারিখে সূত্রোক্ত (৫) নং স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয়। সে আলোকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ০৬/০২/২০২০ তারিখ হতে জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মর্মে আবেদনে জানানো হয়েছে।

(ড) উল্লেখ্য- রিট পিটিশন নং-৩০৪৭/২০১৬ মামলার ০৮/০৬/২০১৭ তারিখের রায়/আদেশ ঘোষণার পর ৬০ দিনের বেশী অতিক্রান্ত হওয়ায় (উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সিপিএলএ দায়ের না হয়ে থাকলে) উক্ত রায় বাস্তবায়ন ব্যতীত কোন বিকল্প নেই মর্মে ডিএমই কর্তৃক গত ১২/৬/২০১৮ তারিখে সূত্রোক্ত (৬) নং স্মারকমূলে মতামত প্রদান করা হয়।

(ঢ) পিটিশনার কর্তৃক সূত্রোক্ত (৭) নং আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে অদ্যাবধি ১০ নং কোডে এমপিও পাচ্ছেন। যা সুপারের নীচের ধাপ। মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক রিট পিটিশন নং-৩০৪৭/২০১৬ মামলার ০৮/০৬/২০১৭ইং তারিখের রায়/আদেশ এবং আপিল নং- ৩৮৬৭/২০১৭ মামলার ১৩/০১/২০২০ ইং তারিখের নির্দেশনায় তাঁকে তর্কিত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের দায়িত্বে পুনর্বহালসহ বকেয়া প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া গত ০১/০৫/২০০৬ইং তারিখ হতে ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে (কাম্য অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে) বিধায় ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ০১/০৫/২০০৬ তারিখ হতে তাঁর বেতন গ্রেড নং ১০ এর স্থলে ০৭ নং গ্রেড প্রাপ্য হয়েছে মর্মে ০৭ নং গ্রেডে প্রাপ্য টাকার অবশিষ্ট অংশ চেয়ে সচিব, টিএমইডি বরাবর আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

৪। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, **জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন ০১/১২/১৯৯৬ তারিখে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে দাখিল স্তরে সুপার পদে যোগদান করেন। জনবল কাঠামো ১৯৯৫ এ দাখিল মাদ্রাসার সুপার এর কাম্য অভিজ্ঞতা হিসেবে "দাখিল মাদ্রাসায় কমপক্ষে ১০ বছরের শিক্ষকতা/ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা" মর্মে উল্লেখ রয়েছে সে হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ (০১/১২/১৯৯৬) হতে কাম্য অভিজ্ঞতা তথা ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার হিসাব/তারিখ সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হয়নি। তাছাড়া ১০ নং কোডের স্থলে কাম্য অভিজ্ঞতা পূর্ণ হলে কোন তারিখে কোন কোডে এমপিও প্রাপ্য হবে তা উল্লেখ নেই। চাহিত ৭ নং কোডে বকেয়া প্রাপ্যতার তারিখও ত্রুটিপূর্ণ। যা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।**

৫। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত তথ্যাদি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন-

(ক) নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাধীন গোয়ালী আলিম মাদ্রাসার সুপার/অধ্যক্ষ জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন এর (সুপার পদে) কাম্য অভিজ্ঞতা (১০ বছর) মূলত কোন তারিখে পূর্ণ হবে তা স্পষ্ট করা;

(খ) উক্ত সুপার/অধ্যক্ষ জনাব মোঃ মাহতাব হোসেন এর (সুপার পদে) কাম্য অভিজ্ঞতা (১০ বছর) পূর্ণ হওয়ার পর কোন তারিখ হতে কত কোডে বকেয়া এমপিও অংশ প্রাপ্য হবে (বিধি বিধান উল্লেখক্রমে) তা স্পষ্ট করা;

(গ) রিট পিটিশন নং-১০৬৭৭/২০১৪ মামলার ২৪/১১/২০১৪ তারিখের রায়ের আলোকে ডিজি, মাউশিঅ কর্তৃক আবেদনকারীর উচ্চতর স্কেল প্রদানের জন্য তথ্য ছক অনুযায়ী ০৯/৪/১৫ তারিখে সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি-কে পত্র প্রেরণ করা হয় কিন্তু সভাপতি কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণ না করার কারণ কি এবং এর জন্য দায়ী কে? এবং দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে মতামত প্রদান;

৬। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত মতে চাহিত তথ্যাদি (প্রমাণকসহ) আগামি ৩০/১১/২০২০ তারিখের মধ্যে টিএমডিতে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হলো।

১৫.১১.২০

(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গার্লস গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা)
নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

<u>অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):</u>

১। সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অধ্যক্ষ, গোয়ালী আলিম মাদ্রাসা, ডাকঘর-শিকারপুর, উপজলা-সদর, জেলা- নওগাঁ (তাঁর ০১/১০/২০২০ খ্রি. তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে)।
৬। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।